মাওলানা তারিক জামিল

আল্লাহ্‌র পরিচয়

মাওলানা মাসউদুর রহমান

প্রকাশক এবং স্বত্বাধিকারীর লিখিত অনুমতি ছাড়া এ বইয়ের কোনো অংশের পুনরুৎপাদন বা প্রতিলিপি করা যাবে না, যান্ত্রিক উপায়ে কোনো প্রতিলিপি করা যাবে না, ডিস্ক বা তথ্য সংরক্ষণের কোনো যান্ত্রিক পদ্ধতিতে উৎপাদন বা প্রতিলিপি করা যাবে না। এ শর্তের লঙ্ঘন দেশীয় ও ইসলামী আইনী দৃষ্টিকোণ থেকে দণ্ডনীয়।

অনুবাদকের নিবেদন

পাকিস্তানের লাহোর কিং এডওয়ার্ড মেডিকেল কলেজের তৃতীয় বর্ষের এক ছাত্র। হঠাৎ বাংলাদেশী একটি জামাতের হাতে তাশকিল হলেন চিল্লায়। তাবলীগ জামাতের সেই প্রথম চিল্লাতেই তাঁর চেতনার উপর দিয়ে বয়ে গেল প্রচণ্ড এক ঝড়। যা একেবারে আমূল পাল্টে দিল তাঁর জীবন ও জীবনের গতিপথ। নতুন ইসলামী চেতনা ধারণ করে চিল্লা থেকে যখন ফিরলেন, মেডিকেলের লোভনীয় জীবনে তিনি আর ফিরে গেলেন না।

'উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ'র হাতছানি অগ্রাহ্য করে ভর্তি হলেন দীন শিক্ষার অদম্য আগ্রহ নিয়ে মাদরাসায়। লাহোরের অদূরে রায়বেন্ডের জামেয়া আরাবিয়া থেকে ফারেগ হলেন কুরআন, হাদীস, ফিক্হ এর একজন পারদর্শী ও তুখোর আলেম হিসেবে।

১৯৫৩ খ্রিস্টাব্দে জন্ম নেওয়া সেই বিরল ব্যক্তিত্বই আজকের বিশ্বব্যাপী দাওয়াত ও তাবলীগের জীবন্ত কিংবদন্তি আলেম হযরত মাওলানা তারিক জামিল। তাঁর বয়ানের অসাধারণ সম্মোহনী শক্তি শ্রোতার সামনে আখেরাতকে করে তোলে জীবন্ত, ক্ষণস্থায়ী জীবনের মোহ-মায়াজাল ছিন্ন করে মানুষকে জাহান্নামের ভয়াবহ আযাব থেকে বাঁচার জন্য করে ব্যাকুল, জান্নাতী জীবনের জন্য সর্বোচ্চ ত্যাগ ও কুরবানী দিতে তাকে করে দেয় উদগ্রীব।

'আল্লাহ্র পরিচয়' পুস্তিকাটি মাওলানা তারিক জামিলের একটি বয়ান সংকলন থেকে মহান আল্লাহ্র তাওহীদ-অদ্বিতীয়তা ও তাঁর পরিচিতিমূলক অসাধারণ দু'টি বয়ানের তরজমা। আমরা বয়ান ও বক্তব্যের ধারাটিকেই তরজমায় অপরিবর্তিত রেখেছি। পাঠকের সুবিধা বিবেচনা করে কুরআনের আয়াতসমূহের ক্ষেত্রে সূরা ও

আয়াত নম্বর উদ্ধৃত করা হয়েছে। শুধু এই বাড়তি সংযোজনটুকুই আমরা করেছি।

খুব তাড়াহুড়া করে কাজটি সম্পাদিত হলেও আমরা পাঠকের কাছে যথাসাধ্য নির্ভুল একটি পুস্তক উপহার দেওয়ার আন্তরিক প্রচেষ্টা পরিপূর্ণরূপেই করেছি। সাধ ও সাধ্যের বাইরের ভুল-ত্রুটিগুলো পরবর্তীতে শোধরানোর সংকল্প রইল। এ ব্যাপারে পাঠকেরও আন্তরিক সহযোগিতা কামনা করি।

আল্লাহ্ তাআলা মাওলানা তারিক জামিলকে দীর্ঘজীবি করুন। তাঁর সকল মেহনত, কষ্ট, মুজাহাদা কবূল করুন। বিশ্বব্যাপী মেহনতকে ব্যাপকতর করে দিন। আমীন।

তারিখ ২৬ ডিসেম্বর, ২০১৩ ঈসায়ী
কমলাপুর, কুষ্টিয়া।

বিনীত–
মাসউদুর রহমান

সূচীপত্র

কালেমার দাবি

→ কুরাইশের মধ্যে বংশের গুরুত্ব---১৮

→ দুনিয়াতে আসার মাকসাদ---১৯

→ বিশ্বচরাচরের সবখানেই 'আহাদ' 'আহাদ' সুরের গুঞ্জন---২২

→ বিশ্বজগতের ডাক---২৭

→ হযরত বেলালের আহবান---২৯

→ তাবলীগ জামাতের পয়গাম---৩০

→ আসল ও প্রকৃত শাহেনশাহ---৩০

→ শুধু আল্লাহ্ আর আল্লাহ্---৩১

→ আল্লাহ্ তাআলা গাফেল নন---৩২

→ কালেমার দাবি---৩২

→ দাসত্বের চেয়েও নিকৃষ্ট---৩৩

→ কালেমার বরকত---৩৪

→ কালেমা শেখো---৩৫

→ আল্লাহ্‌কে ডাকো---৩৬

→ দুনিয়ার রাজা-বাদশা আর মহাবিশ্বের মালিক আল্লাহ্---৩৯

→ এক বৃদ্ধের তওবার কাহিনী---৪০

→ আল্লাহ্‌র আশ্রয়ে এসে যাও---৪২

→ শত খুনকারী এক পাপীর তওবা---৪৪

→ জীবনের সংশোধন---৪৫

→ প্রাণী ও জীবকুলের নবী---৪৬
→ জড় বস্তুর নবী---৪৯
→ আসমানের নবী---৫০
→ মাতা-পিতার খেদমতের পুরস্কার---৫১
→ মায়ের হক আদায় করা সম্ভব নয়---৫২
→ আমাদের সভ্যতা---৫২
→ রোম সম্রাটের কন্যার সঙ্গে হযরত খালিদের আচরণ---৫৩
→ উন্নতি না অবনতি---৫৩
→ মায়ের অসন্তুষ্টির প্রভাব---৫৪
→ জবানের ও মুখের কথার আগুন---৫৫
→ জান্নাত ও জাহান্নাম---৫৬
→ স্বামী-স্ত্রীর ভালোবাসা---৫৮
→ ফেরেশতাদের জন্য রহমত---৫৯
→ ইশ্‌ক ও প্রেমের দাবি---৬০
→ কী পছন্দ, কী অপছন্দ!---৬১
→ হাবীব ইবনে যায়েদের যন্ত্রণাদায়ক শাহাদাতে মায়ের ছবর---৬২
→ চেতনা ও দৃষ্টিভঙ্গির অধঃপতন---৬৪
→ ঈমান ছাড়া হৃদয় শূন্য---৬৫
→ তওবার চমৎকার ব্যাখ্যা---৬৬
→ রূহকে রুগ্ন করে দেয়---৬৮
→ গান ও মিউজিকের ক্ষয়-ক্ষতি---৬৯
→ দুনিয়ার গান বর্জনকারীদের ইজ্জত এবং জান্নাতী মিউজিক---৬৯
→ জান্নাতের সংক্ষিপ্ত একটি গানের ব্যাপ্তি হবে সত্তর বছর---৭০
→ জাহান্নামীদের সর্বাধিক কঠিন শাস্তি এবং
জান্নাতীদের সর্বশ্রেষ্ঠ নেয়ামত---৭২

→ তওবার মাধ্যমে দিলের ভাঙ্গা পেয়ালা জোড়া লেগে যায়---৭২
→ হারাম কাজ সবসময়ই হারাম আর হালাল সর্বদাই হালাল---৭৩

আল্লাহর সঙ্গে সম্পর্ক দৃঢ় করুন

→ ইনসান মুহতাজ---৭৪
→ প্রথম সবক---৭৫
→ আল্লাহ্র সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে তোলা---৭৬
→ আল্লাহ্ তাআলার পক্ষ থেকে অবকাশ---৮১
→ শিরকের দুয়ার কোত্থেকে খোলে---৮৩
→ আল্লাহ্র সঙ্গে সুসম্পর্ক রাখ---৮৭
→ আল্লাহ্ তাআলা বান্দার তওবার অপেক্ষা করেন---৮৮
→ আল্লাহ্র সঙ্গে সম্পর্কের মতলব---৮৯
→ মালিক ইবনে দীনার রহমাতুল্লাহি আলাইহির ঘটনা---৯০
→ মানুষের আকৃতিতে জানোয়ার---৯০
→ মালিক ইবনে দীনারের মর্যাদা---৯১
→ আল্লাহ্র সঙ্গে সম্পর্ক গড়ার ফলাফল---৯২
→ এক সাহাবীর বিস্ময়কর ঘটনা---৯৩
→ আবূ মুসলিম খাওলানীর ঘটনা---৯৪
→ সর্বপ্রথম করণীয় কাজ---৯৬
→ দ্বিতীয় কাজ---৯৬
→ সর্বশ্রেষ্ঠ সম্মানের অধিকারী---৯৭
→ এক বেদুইন ও তার তিনটি কথা---৯৮
→ নেক লোকদের সোহবতে যাও---১০০
→ পরিবেশের প্রভাব---১০০

কালেমার দাবী

بسم الله الرحمن الرحيم

اَلْحَمْدُ لله الَّذِىْ خَلَقَ فَسَوَّى وَالَّذِى قَدَّرَ فَهَدٰى- اَلْحَمْدُ لله خَلَقَ كُلَّ شَيْئٍ فَقَدَّرَه تَقْدِيْرًا- اَلْحَمْدُ لله الَّذِىْ اَعْطٰى كُلَّ شَيْئٍ خَلَقَه ثُمَّ هَدٰى- وَاَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا الله وَحْدَه لَا شَرِيْكَ لَهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُه وَرَسُوْلُه- أَمَّابَعْدُ فَاَعُوْذُبِالله مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ-

فَمَنْ كَانَ يَرْجُوْا لِقَاءَ رَبِّه فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّه اَحَدًا

وَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فِيْمَا يَرْوِيْهِ عَنْ رَبِّه تَبَارَكَ وَتَعَالٰى يَا ابْنَ اٰدَمَ لَوْ اَتَيْتَنِىْ بِقُرَابِ الْاَرْضِ الْخَطَايَا ثُمَّ لَقِيْتَنِىْ لَا تُشْرِكُ بِىْ شَيْئًا لَاَتَيْتُكَ بِهَا مَغْفِرَةً-

وَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فِيْمَا يَرْوِيْهِ عَنْ رَبِّه تَبَارَكَ وَتَعَالٰى- **يَا اَيُّهَا النَّاسُ اِنِّىْ حَرَّمْتُ الظُّلْمَ عَلٰى نَفْسِىْ فَلَا تُظَالِمُوْا-** وَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فِيْمَا يَرْوِيْهِ عَنْ رَبِّه تَبَارَكَ وَتَعَالٰى- **يَا ابْنَ اٰدَمَ لَوْ بَلَغَتْ ذُنُوْبُكَ عَنَانَ السَّمَاءِ ثُمَّ اسْتَغْفَرْتَنِىْ غَفَرْتُكَ فَلَا اُبَالِىْ** اَوْ كَمَا قَالَ صَلّٰى الله تَبَارَكَ وَتَعَالٰى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَمَّابَعْدُ

আমার ভাই ও বোনেরা!

সর্বপ্রথম জরুরি—ইলমে দীন।

আল্লাহ্ তাআলাকে চেনা-জানা পৃথিবীর সবচেয়ে বড় নেকীর কাজ, এরপর সবচেয়ে বড় নেকীর কাজ হলো, আল্লাহ্ তাআলার হুকুম মেনে

নেওয়া। আল্লাহ্ তাআলাকে চেনা-জানা এবং তাঁর হুকুম-আহকাম মেনে নেওয়া ও স্বীকার করার পর সর্বাধিক জরুরি বিষয়—ইল্ম হাসিল করা।

فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللهُ

অর্থ : সর্বপ্রথম জেনে রাখো, ‘আল্লাহ্ তাআলা এক ও অদ্বিতীয়, তাঁর কোনো শরীক নেই এবং তিনি ছাড়া ইবাদতের উপযুক্ত আর কোনো মা‘বুদ নেই।’ –মুহাম্মাদ : ১৯

আমাদের প্রিয় নবীজীর নিকট সর্বপ্রথম ওহীর বাণী,

اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ

পড়ো, আপন প্রভুর নামে, তাঁর সাহায্য নিয়ে। –আলাক : ১

কে সেই প্রভু? কী তাঁর পরিচয়?

الَّذِي خَلَقَ

যিনি সৃষ্টি করেছেন, তৈরি করেছেন।

আল্লাহ্কে চেনা ও জানা—এটাই পৃথিবীতে আসার মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। আল্লাহ্র হুকুম-আহকাম মেনে চলা—এটাই দুনিয়াতে আসার মাকসাদ। পক্ষান্তরে পৃথিবীর সবচেয়ে বড় অন্যায়, সবচেয়ে ঘৃণিত পাপাচার, সর্বাধিক ক্ষতিকর গুনাহ বা জুলুম হলো—শির্ক।

إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ

নিশ্চয় আল্লাহ্র সঙ্গে শরীক করা মহাঅন্যায়। –লুকমান : ১৩

পিতা-মাতার অবাধ্য হওয়া, কাউকে হত্যা করা, চুরি-ডাকাতি করা, ছিনতাই-রাহাজানি করা, যিনা-ব্যভিচার করা, গালিগালাজ করা এগুলো সবই যে জুলুম ও অন্যায় সেটা সকলেই মানে। আমি আপনাদের এমন একটি জুলুম ও অন্যায়ের কথা বলছি যাকে মানুষ আদৌ কোনো জুলুম বা অন্যায়ই

মনে করে না। অথচ আল্লাহ্‌র প্রিয় হাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন,

اَلْجَفَاكَ اَلْجَفَا

অনেক বড় জুলুম, মহাঅন্যায় ও মহাপাপ।

সাহাবায়ে কেরাম উৎকর্ণ হলেন, সবাই কানখাড়া করলেন, কী সেটা যা অনেক বড় জুলুম? তখন তিনি বললেন,

مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ فَلَمْ يُجِبْ

যে ব্যক্তি আযানের আওয়াজ শুনে নামায পড়তে (মসজিদে) গেল না।

এরূপ জালেমদের দিয়ে তো আমাদের সব এলাকা ভরা, হিন্‌দ, সিন্‌ধ, (বাংলাদেশ) সর্বত্র ভরে গেছে এই সব জালেমে। অনেক বড় জুলুম, মহাঅন্যায় সেই ব্যক্তির যে আযান শোনে অথচ মসজিদে নামায পড়তে যায় না। এই লোক সবচেয়ে বড় জালেম।

পৃথিবীতে যাকে আল্লাহ্‌ তাআলা সবচেয়ে বড় জালেম আখ্যা দিচ্ছেন সে হলো—'আল্লাহ্‌র সঙ্গে কাউকে শরীককারী।' এই শিরককারী মহাপাপী, সবচেয়ে বড় জালেম। আল্লাহ্‌কে কোনো আকার-আকৃতিতে বোঝা, কোনো সূরত বা মূর্তিতে তাঁকে কল্পনা করা, কোনো নকশায়, কোনো দৃশ্যে তাঁকে ভাবা, তাঁকে কোনোরূপ আকার-আকৃতিতে কল্পনা করা, চিন্তা ও কল্পনাশক্তির কোনো স্তরে, কোনোভাবে তাঁর কোনো চিত্র অঙ্কন এটা পৃথিবীর সবচেয়ে বড় জুলুম। তাঁকে এক ও একক মানতে হবে কোনো ধরনের অংশীদারিত্ব ছাড়া। যেমন : স্ত্রী ও সন্তান ছাড়া, সাথী ও সঙ্গী ছাড়া, উজির ও মুশির (উপদেষ্টা) ছাড়া। আল্লাহ্‌কে এক ও একক মানতে হবে মাতা-পিতা ছাড়া, এক মানতে হবে কোনো সাহায্যকারী ছাড়া।